দ্বিতীয় অধ্যায়

মহারাজ আগ্নীধ্রের চরিত্রকথা

এই অধ্যায়ে মহারাজ আগ্নীধ্রের চরিত্রকথা বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন আত্ম-উপলব্ধির জন্য গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁর পুত্র আগ্নীধ্র মহারাজ প্রিয়ব্রতের আজ্ঞা অনুসারে জম্বুদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করেন, এবং তিনি পিতৃবৎ স্নেহে প্রজাপালন করেছিলেন। এক সময় তিনি পুত্র কামনা করে মন্দর পর্বতের গুহায় তপস্যা করছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর তপস্যার কারণ অবগত হয়ে, পূর্বচিত্তি নাম্নী এক অপ্সরাকে আগ্নীধ্রের আশ্রমে প্রেরণ করেন। অতি মনোরমভাবে সুসজ্জিতা হয়ে, পূর্বচিত্তি আগ্নীধ্রের সম্মুখে শৃঙ্গার ভাবসূচক নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করতে থাকলে, আগ্নীধ্র স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর হাবভাব, হাস্য, মধুর বাক্য এবং কটাক্ষ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। আগ্নীধ্র রমণীর মন হরণকারী প্রশংসাবাক্যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাই সেই অপ্সরাও আগ্নীধ্রের রসপূর্ণ বাক্যে প্রীত হয়ে আগ্নীধ্রকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। তিনি বহু বৎসর যাবৎ আগ্নীধ্রের সঙ্গে রাজ্যসুখ ভোগ করে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভে আগ্নীধ্রের নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল নামক নয়টি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি তাদের নাম অনুসারে নয়টি বর্ষ বিভাগ করে দেন। রাজা আগ্নীধ্র কিন্তু ভোগে পরিতৃপ্ত না হয়ে, সর্বদা তাঁর অপ্সরা পত্নীর কথা চিন্তা করতেন, এবং তার ফলে মৃত্যুর পর তিনি অপ্সরালোক প্রাপ্ত হন। আগ্নীধ্রের মৃত্যুর পর, তাঁর নয় পুত্র মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রী, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা এবং দেববীতি নামক মেরুর নয়টি কন্যাকে বিবাহ করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং পিতরি সম্প্রবৃত্তে তদনুশাসনে বর্তমান আগ্নীধ্রো জম্বুদ্বীপৌকসঃ প্রজা ঔরসবদ্ধর্মাবেক্ষমাণঃ পর্যগোপায়ৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী; **উবাচ**—বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **পিতরি**—যখন তাঁর পিতা; **সম্প্রবৃত্তে**—মুক্তির পথ অবলম্বন করেছিলেন; **তৎ-অনুশাসনে**—তাঁর আজ্ঞা অনুসারে; **বর্তমানঃ**—অবস্থিত; **আগ্নীধ্রঃ**—রাজা আগ্নীধ্র; **জম্বু-দ্বীপ-ওকসঃ**—জম্বুদ্বীপের অধিবাসীগণ; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ; **ঔরস-বৎ**—পুত্রবৎ; **ধর্ম**—ধর্মীয় অনুশাসন; **অবেক্ষমাণঃ**—কঠোরতা সহকারে পালন করে; **পর্যগোপায়ৎ**—সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—পিতা মহারাজ প্রিয়ব্রত পারমার্থিক পথ অবলম্বন করে তপস্যা করার জন্য যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন মহারাজ আগ্নীধ্র তাঁর পিতার আজ্ঞা অনুসারে জম্বুদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। কঠোর নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করে, তিনি জম্বুদ্বীপের অধিবাসীদের পুত্রবৎ পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

তাঁর পিতা মহারাজ প্রিয়ব্রতের আজ্ঞা অনুসারে, মহারাজ আগ্নীধ্র ধর্মীয় অনুশাসন পালন করে জম্বুদ্বীপ শাসন করেছিলেন। এই সমস্ত অনুশাসনগুলি আধুনিক যুগের নাস্তিক মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজা পিতৃবৎ প্রজাদের রক্ষা করতেন। তিনি যে কিভাবে তাঁর প্রজাদের শাসন করতেন, তারও বর্ণনা করে এখানে বলা হয়েছে—*ধর্মাবেক্ষমাণঃ*, অর্থাৎ, কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে। রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে, প্রজারা নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করছে কি না তা দেখা। বৈদিক ধর্মের শুরু হয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম থেকে, অর্থাৎ চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমে। *ধর্ম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন। ধর্মের প্রথম নিয়ম হচ্ছে ভগবানের দেওয়া চতুরাশ্রমের কর্তব্য সম্পাদন করা। মানুষের গুণ এবং কর্ম অনুসারে, সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি ভাগে বিভক্ত করা উচিত, এবং তারপর আবার ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারটি ভাগে মানুষের জীবন বিভক্ত করা উচিত। এগুলিই হচ্ছে ধর্মের নিয়ম, এবং রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে নাগরিকেরা যাতে নিষ্ঠা সহকারে সেগুলি অনুসরণ করে তা দেখা। তাঁকে কেবল দায়সারাভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করলেই চলবে না; তাঁকে তাঁর প্রজাদের প্রতি পিতার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী এবং স্নেহপরায়ণ হতে হবে। এই প্রকার পিতা কঠোরতা সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন যে, তাঁর পুত্রেরা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করছে কি না, এবং কখনও কখনও প্রয়োজন হলে তিনি তাদের দণ্ডও দেন।

উপরোক্ত নীতির ঠিক বিপরীত হচ্ছে, কলিযুগের রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রনেতারা ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা হচ্ছে কি না সেই বিষয়ে কোন রকম মনোযোগ না দিয়ে, কেবল প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান যুগের রাষ্ট্রপ্রধানেরা নাগরিকদের সব রকম পাপকর্মে, বিশেষ করে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, পশুহত্যা এবং দ্যূতক্রীড়ায় লিপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করছে। এই সমস্ত পাপকার্যগুলি বর্তমানে ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকট হয়েছে। যদিও আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে ভারতবর্ষে এই চারটি পাপকর্ম পূর্ণরূপে বর্জিত ছিল, কিন্তু আজকাল প্রতিটি পরিবারেই এই পাপকর্মগুলির প্রচলন হয়েছে; তাই তারা আর ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করতে পারছে না। পুরাকালের রাজাদের নীতির ঠিক বিপরীত, আজকালকার রাষ্ট্রগুলি কেবল প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত এবং প্রজাদের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানদের কোন রকম আগ্রহই নেই। বর্তমান যুগের সব কয়টি রাষ্ট্রই ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কলিযুগের রাষ্ট্রনেতারা দস্যুধর্মের দ্বারা জনগণকে শোষণ করবে। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রনেতারা প্রজাদের রক্ষা করার পরিবর্তে, দস্যু তস্করের মতো তাদের লুণ্ঠন করছে। দস্যু তস্করেরা আইনের পরোয়া না করে লুঠতরাজ করে, কিন্তু এই কলিযুগে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে, আইন প্রণয়নকারীরাই নাগরিকদের লুণ্ঠন করছে। পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণীটিও ইতিমধ্যেই সফল হতে দেখা যাচ্ছে—সরকার এবং প্রজাদের পাপকার্যের ফলে ক্রমশ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে, এবং অনাবৃষ্টির ফলে শস্য উৎপন্ন হবে না। তখন মানুষদের কেবল মাংস ও বীজ খেতে হবে, এবং সাধু প্রকৃতির ধর্মপরায়ণ মানুষেরা খরা, দুর্ভিক্ষ এবং অত্যধিক করের চাপে উৎপীড়িত হয়ে গৃহত্যাগ করে চলে যাবে। এই প্রকার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার একমাত্র ভরসা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন। সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য এটিই হচ্ছে সব চাইতে বিজ্ঞানসম্মত আন্দোলন।

শ্লোক ২

স চ কদাচিৎ পিতৃলোককামঃ সুরবরবনিতাক্রীড়াচলদ্রোণ্যাং ভগবন্তং বিশ্বসৃজাং পতিমাভৃতপরিচর্যোপকরণ আত্মৈকাগ্র্যেণ তপস্ব্যারাধয়াম্বভূব ॥ ২ ॥

সঃ—তিনি (রাজা আগ্নীধ্র); **চ**—ও; **কদাচিৎ**—একদা; **পিতৃলোক**—পিতৃলোক; **কামঃ**—বাসনা করে; **সুর-বর**—মহান দেবতাদের; **বনিতা**—রমণীরা; **আক্রীড়া**—

বিহারস্থলী; **অচল-দ্রোণ্যাম্**—মন্দরাচলের উপত্যকায়; **ভগবন্তম্**—সর্বশক্তিমান ব্রহ্মাকে; **বিশ্ব-সৃজাম্**—প্রজাপতিদের; **পতিম্**—প্রভু; **আভৃত**—সংগ্রহ করে; **পরিচর্যা-উপকরণঃ**—পূজার সামগ্রী; **আত্ম**—মনের; **এক-অগ্র্যেণ**—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে; **তপস্বী**—তপস্বী; **আরাধয়াম্ বভূব**—আরাধনায় যুক্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সুযোগ্য পুত্র লাভ করে পিতৃলোকবাসী হওয়ার বাসনায়, মহারাজ আগ্নীধ্র এক সময় সুরবনিতাদের ক্রীড়াস্থল মন্দর পর্বতের উপত্যকায় পুষ্প ও অন্যান্য পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে তপস্যা পরায়ণ হয়ে, একাগ্র চিত্তে জড় সৃষ্টির অধ্যক্ষ মহা ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ *পিতৃলোক-কাম* অর্থাৎ পিতৃলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* পিতৃলোকের উল্লেখ করা হয়েছে—*যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ*। এই লোকে যেতে হলে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করে, তাঁর প্রসাদ পিতৃ-পুরুষদের প্রদান করার জন্য অতি উত্তম পুত্রের প্রয়োজন হয়। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা, যার ফলে ভগবানের প্রসাদ পিতৃ-পুরুষদের নিবেদন করে তাঁদের সুখ সম্পাদন করা যায়। পিতৃলোকের অধিবাসীরা সাধারণত কর্মকাণ্ড-পরায়ণ, যাঁরা তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে সেই লোকে উন্নীত হয়েছেন। তাঁদের বংশধরেরা যতদিন তাঁদের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর প্রসাদ নিবেদন করে, ততদিন তাঁরা সেখানে থাকতে পারেন। পিতৃলোক আদি স্বর্গলোকের অধিবাসীদের পুণ্যক্ষয় হয়ে যাওয়ার পর, মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২১) বলা হয়েছে, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*—যারা পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করে, তারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়, কিন্তু তাদের পুণ্য যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তাদের আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়।

মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত, তাহলে তাঁর পুত্র কেন পিতৃলোকে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী হয়েছিলেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ*—যারা পিতৃলোকে যাওয়ার অভিলাষী, তারা সেখানে যায়। তেমনই, *যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্*—যারা বৈকুণ্ঠলোকে যেতে চায়, তারা সেখানে যেতে পারে। যেহেতু মহারাজ আগ্নীধ্র ছিলেন বৈষ্ণবের পুত্র, তাই তাঁর চিৎ-জগৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করা উচিত ছিল। তাহলে কেন তিনি

পিতৃলোকে যাবার অভিলাষী হয়েছিলেন? তার উত্তরে *শ্রীমদ্ভাগবতের* একজন ভাষ্যকার গোস্বামী গিরিধর বলেছেন যে, মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন অত্যন্ত কামাসক্ত ছিলেন, তখন আগ্নীধ্রের জন্ম হয়েছিল। এই তথ্যটি সত্য বলে স্বীকার করা যায়, কারণ গর্ভাধানের সময় মানসিক অবস্থা অনুসারে সন্তানের জন্ম হয়। তাই বৈদিক প্রথায় গর্ভাধান-সংস্কারের প্রচলন রয়েছে। এই সংস্কারের মাধ্যমে পিতার মনোবৃত্তি এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যে, পত্নীর গর্ভে বীর্যাধান করার সময় তিনি এমন সন্তান লাভ করবেন, যার মন সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন থাকবে। বর্তমান সময়ে কিন্তু এই প্রকার গর্ভাধান-সংস্কারের কোন প্রচলন নেই, এবং তার ফলে তারা সাধারণত কামোন্মত্ত হয়ে সন্তান উৎপন্ন করে। বিশেষ করে এই কলিযুগে, গর্ভাধান সংস্কার অনুশীলন হচ্ছে না বলে, সকলেই কুকুর-বিড়ালের মতো স্ত্রীসঙ্গ করছে। তাই শাস্ত্রের বিধান অনুসারে, এই যুগের প্রতিটি মানুষই শূদ্রবৎ। মহারাজ আগ্নীধ্র যে পিতৃলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করেছিলেন, তার অর্থ এই নয় যে তাঁর মনোবৃত্তি শূদ্রের মতো ছিল; তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়।

মহারাজ আগ্নীধ্র পিতৃলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করেছিলেন, এবং তাই তাঁর পত্নীর প্রয়োজন ছিল, কারণ পিতৃলোকে উন্নীত হতে হলে প্রতি বৎসর পিণ্ড প্রদানকারী বা ভগবান বিষ্ণুর প্রসাদ প্রদানকারী সুযোগ্য পুত্রের অবশ্য প্রয়োজন হয়। সুপুত্র লাভের উদ্দেশ্যে মহারাজ আগ্নীধ্র কোন এক দেব-ললনাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তাই তিনি সুরবনিতাদের বিহারস্থল মন্দর পর্বতে ব্রহ্মার আরাধনা করতে গিয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১২) বলা হয়েছে, *কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ*—যে সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তি এই জড় জগতে শীঘ্র ফল লাভ করতে চায়, তারা দেবতাদের পূজা করে। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে, *শ্রীঐশ্বর্যপ্রজেপ্সবঃ*—যারা সুন্দরী পত্নী, প্রভূত ঐশ্বর্য এবং বহু সন্তান কামনা করে, তারা দেবতাদের পূজা করে, কিন্তু বুদ্ধিমান ভগবদ্ভক্ত এই সবের আকাঙ্ক্ষা করে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে, তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন।

শ্লোক ৩

তদুপলভ্য ভগবানাদিপুরুষঃ সদসি গায়ন্তীং পূর্বচিত্তিং নামাপ্সর-সমভিযাপয়ামাস ॥ ৩ ॥

তৎ—তা; **উপলভ্য**—জানতে পেরে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **আদি-পুরুষঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব; **সদসি**—তাঁর সভায়; **গায়ন্তীম্**—নর্তকী; **পূর্বচিত্তিম্**—পূর্বচিত্তি; **নাম**—নামক; **অপ্সরসম্**—অপ্সরাকে; **অভিযাপয়াম্ আস**—পাঠিয়েছিলেন।

অনুবাদ

আদি পুরুষ ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মা আগ্নীধ্রের মনোবাসনা জানতে পেরে, তাঁর সভার শ্রেষ্ঠ অপ্সরা পূর্বচিত্তিকে রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভগবান্ আদিপুরুষঃ* শব্দগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবান্ আদিপুরুষঃ* হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তমহং ভজামি* । শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুনও তাঁকে *পুরুষম্ আদ্যম্* অর্থাৎ আদিপুরুষ এবং ভগবান বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ব্রহ্মাকে *ভগবান্ আদিপুরুষঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁকে *ভগবান* বলার কারণ হচ্ছে যে, তিনি পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব। ব্রহ্মা আগ্নীধ্রের মনোবাসনা জানতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি বিষ্ণুরই মতো শক্তিমান। পরমাত্মারূপে হৃদয়ে বিরাজ করে শ্রীবিষ্ণু যেমন জীবের মনোবাসনা জানতে পারেন, তেমনই ব্রহ্মাও জীবের মনের কথা জানতে পারেন, কারণ বিষ্ণু তাঁকে তা জানিয়ে দেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১/১) বলা হয়েছে, *তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*—ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাকে তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সব কিছু জানিয়ে দেন। মহারাজ আগ্নীধ্র যেহেতু বিশেষভাবে ব্রহ্মার পূজা করেছিলেন, তাই ব্রহ্মা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পূর্বচিত্তি নামক অপ্সরাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

সা চ তদাশ্রমোপবনমতিরমণীয়ং বিবিধনিবিড়বিটপিবিটপনিকরসংশ্লিষ্ট-পুরটলতারূঢ়স্থলবিহঙ্গমমিথুনৈঃ প্রোচ্যমানশ্রুতিভিঃ প্রতিবোধ্যমান-সলিলকুক্কুটকারণ্ডবকলহংসাদিভির্বিচিত্রমুপকূজিতামলজলাশয়কমলা-করমুপবভ্রাম ॥ ৪ ॥

সা—তিনি (পূর্বচিত্তি); **চ**—ও; **তৎ**—মহারাজ আগ্নীধ্রের; **আশ্রম**—তপস্যার স্থল; **উপবনম্**—উপবন; **অতি**—অত্যন্ত; **রমণীয়ম্**—সুন্দর; **বিবিধ**—বিভিন্ন প্রকার; **নিবিড়**—ঘন; **বিটপি**—বৃক্ষ; **বিটপ**—শাখার; **নিকর**—সমূহ; **সংশ্লিষ্ট**—সংলগ্ন; **পুরট**—স্বর্ণাভ; **লতা**—লতা; **আরূঢ়**—আরূঢ়; **স্থল-বিহঙ্গম**—স্থলের পক্ষীসমূহের; **মিথুনৈঃ**—যুগল; **প্রোচ্যমান**—কূজনকারী; **শ্রুতিভিঃ**—মনোহর শব্দ; **প্রতিবোধ্যমান**—প্রতিধ্বনিত; **সলিল-কুক্কুট**—জলকুক্কুট; **কারণ্ডব**—হাঁস; **কলহংস**—হংস; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **বিচিত্রম্**—নানা প্রকার; **উপকূজিত**—শব্দের দ্বারা প্রতিধ্বনিত; **অমল**—নির্মল; **জল-আশয়**—সরোবরে; **কমল-আকরম্**—পদ্মফুলের উৎপত্তিস্থল; **উপবভ্রাম**—ভ্রমণ করতে লাগলেন।

অনুবাদ

যে সুন্দর উপবনে রাজা তপস্যা করছিলেন এবং আরাধনা করছিলেন, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত অপ্সরা সেখানে বিচরণ করতে লাগলেন। তপোবনটি ঘন সন্নিবিষ্ট শ্যামল তরুরাজি এবং স্বর্ণাভ লতিকা সমন্বিত হওয়ায় অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সেই বৃক্ষের উপর ময়ূরাদি স্থল-বিহঙ্গম কূজন করছিল, এবং সরোবরে জলকুক্কুট, কারণ্ডব, কলহংসাদি জলচর পক্ষীগণও মধুর রব করছিল। এইভাবে শ্যামল বনানী, নির্মল জল, প্রস্ফুটিত কমল এবং বিভিন্ন পক্ষীর কূজনে সেই তপোবনটি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫

তস্যাঃ সুললিতগমনপদবিন্যাসগতিবিলাসায়াশ্চানুপদং খণখণায়মানরুচির-চরণাভরণস্বনমুপাকর্ণ্য নরদেবকুমারঃ সমাধিযোগেনামীলিতনয়ননলিন-মুকুলযুগলমীষদ্বিকচয্য ব্যচষ্ট ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ—তাঁর (পূর্বচিত্তির); **সুললিত**—অত্যন্ত সুন্দর; **গমন**—গমন; **পদ-বিন্যাস**—পদবিক্ষেপ; **গতি**—গতি; **বিলাসায়াঃ**—লীলাবিলাস; **চ**—ও; **অনুপদম্**—প্রতি পদক্ষেপে; **খণ-খণায়মান**—রুনুঝুনু ধ্বনি; **রুচির**—অত্যন্ত মনোহর; **চরণ-আভরণ**—পায়ের অলংকারের; **স্বনম্**—শব্দ; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **নরদেব-কুমারঃ**—রাজকুমার; **সমাধি**—ধ্যানমগ্ন; **যোগেন**—ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা; **আমীলিত**—অর্ধনিমীলিত; **নয়ন**—চক্ষু; **নলিন**—পদ্ম; **মুকুল**—কলি; **যুগলম্**—যুগল; **ঈষৎ**—অল্প; **বিকচয্য**—উন্মীলিত করে; **ব্যচষ্ট**—দেখতে লাগলেন।

অনুবাদ

পূর্বচিত্তির সুন্দর গমনে শৃঙ্গার-লক্ষণ শোভা পাচ্ছিল, এবং তাঁর প্রতি পদবিক্ষেপে নূপুরের মনোহর রুনুঝুনু ধ্বনি হচ্ছিল। রাজকুমার আগ্নীধ্র যদিও অর্ধনিমীলিত নেত্রে যোগ অভ্যাস করে ইন্দ্রিয় সংযম করছিলেন, তবুও তিনি স্বীয় কমলসদৃশ নয়ন-যুগলের দ্বারা তাঁকে দর্শন করলেন, এবং তাঁর নূপুরের মধুর কিঙ্কিণী শ্রবণপূর্বক তাঁর চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত করে তিনি অতি নিকটে তাঁকে দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

যোগীরা সাধারণত তাঁদের হৃদয়ে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন। *ধ্যানাবস্থিত-তদ্-গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/১৩/১)। বিষধর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযতকারী যোগী শ্রীভগবানকে নিরন্তর দর্শন করেন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যোগীদের চক্ষু অর্ধনিমীলিত করে *সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রম্* অভ্যাস করা উচিত। চোখ যদি সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখা হয়, তা হলে ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তথাকথিত যোগীরা কখনও কখনও চোখ বন্ধ করে লোক-দেখানো যোগ অভ্যাস করে, কিন্তু আমরা দেখেছি যে, প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত তথাকথিত যোগীরা ধ্যান করার সময় ঘুমিয়ে পড়ে এবং নাক ডাকে। সেটি মোটেই যোগ অভ্যাস নয়। প্রকৃত যোগ অভ্যাসে চক্ষু অর্ধনিমীলিত করে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়।

প্রিয়ব্রতের পুত্র আগ্নীধ্র যদিও ইন্দ্রিয় সংযম করার চেষ্টা করে যোগ অভ্যাস করছিলেন, তবুও পূর্বচিত্তির নূপুরের রুনুঝুনু শব্দে তাঁর যোগ ভঙ্গ হয়ে যায়। *যোগ ইন্দ্রিয়-সংযমঃ*---প্রকৃত যোগ অভ্যাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা। ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য যোগ অভ্যাস করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু যে ভক্ত সর্বতোভাবে তাঁর বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ইতিমধ্যেই বশীভূত হয়ে গেছে (*হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনম্*), এবং তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয় না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, *দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে* (*শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত* ৫)। যোগ অভ্যাস করা নিঃসন্দেহে ভাল, কারণ তার ফলে বিষধর সর্পের মতো ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়। কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন, তখন ইন্দ্রিয়গুলির বিষময় প্রভাব সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সাপ থেকে ভয় হয় তার বিষদাঁতের জন্য,

কিন্তু সেই বিষদাঁত যদি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তাহলে সাপকে ভয়ঙ্কর বলে মনে হলেও তার থেকে ভয় পাবার আর কোন কারণ থাকে না। তাই ভক্তেরা শত-সহস্র সুন্দরী রমণীদের মনোমুগ্ধকর অঙ্গভঙ্গি দর্শন করলেও তাদের দ্বারা আকৃষ্ট হন না, অথচ এই সমস্ত রমণীরা সাধারণ যোগীদের যোগভ্রষ্ট করে অধঃপতিত করতে পারে। মেনকার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে অতি উন্নত স্তরের যোগী বিশ্বামিত্রেরও তপোভঙ্গ হয়েছিল, এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে শকুন্তলার জন্ম হয়েছিল। তা থেকে বোঝা যায় যে, ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য যোগ অভ্যাস যথেষ্ট নয়। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাজকুমার আগ্নীধ্র, যাঁর মনোযোগ পূর্বচিত্তির সুন্দর গমনভঙ্গি এবং নূপুরের রুনুঝুনু শব্দে আকৃষ্ট হয়েছিল। বিশ্বামিত্র মুনি যেমন মেনকার নূপুরের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, রাজকুমার আগ্নীধ্রও তেমনই পূর্বচিত্তির নূপুরের শব্দ শুনে, তাঁর সুন্দর গমনভঙ্গি দর্শন করার জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করেছিলেন। রাজকুমারও ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর চক্ষু দুটি ছিল ঠিক যেন পদ্মকলির মতো। তিনি যখন তাঁর কমলসদৃশ নয়ন উন্মীলিত করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর পাশে সেই অপ্সরাকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৬

তামেবাবিদূরে মধুকরীমিব সুমনস উপজিঘ্রন্তীং দিবিজমনুজমনোনয়নাহ্লাদদুঘৈর্গতিবিহারব্রীড়াবিনয়াবলোকসুস্বরাক্ষরাবয়বৈর্মনসি নৃণাং কুসুমায়ুধস্য বিদধতীং বিবরং নিজমুখবিগলিতামৃতাসবসহাসভাষণামোদমদান্ধমধুকরনিকরোপরোধেন দ্রুতপদবিন্যাসেন বল্গুস্পন্দনস্তনকলশকবরভাররশনাং দেবীং তদবলোকনেন বিবৃতাবসরস্য ভগবতো মকরধ্বজস্য বশমুপনীতো জড়বদিতি হোবাচ ॥ ৬ ॥

তাম্—তাঁকে; **এব**—বাস্তবিকপক্ষে; **অবিদূরে**—নিকটে; **মধুকরীম্ ইব**—মধুকরের মতো; **সুমনসঃ**—সুন্দর ফুল; **উপজিঘ্রন্তীম্**—ঘ্রাণ গ্রহণ করে; **দিবি-জ**—দেবতা; **মনু-জ**—মনুষ্য; **মনঃ**—মন; **নয়ন**—চক্ষুর; **আহ্লাদ**—আনন্দ; **দুঘৈঃ**—উৎপাদন করে; **গতি**—তাঁর গতিবিধির দ্বারা; **বিহার**—লীলা-বিলাসের দ্বারা; **ব্রীড়া**—লজ্জার দ্বারা; **বিনয়**—বিনয়ের দ্বারা; **অবলোক**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **সু-স্বর-অক্ষর**—তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বরের দ্বারা; **অবয়বৈঃ**—এবং তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা; **মনসি**—মনে;

নৃণাম্—মানুষদের; **কুসুম-আয়ুধস্য**—কুসুম-শরধারী কন্দর্পের; **বিদধতীম্**—করে; **বিবরম্**—প্রবেশ দ্বার; **নিজ-মুখ**—তাঁর নিজের মুখ থেকে; **বিগলিত**—নিঃসৃত; **অমৃত-আসব**—অমৃততুল্য মধুর; **স-হাস**—তাঁর হাসিতে; **ভাষণ**—তাঁর বাণীতে; **আমোদ**—আনন্দের দ্বারা; **মদ-অন্ধ**—নেশাচ্ছন্ন; **মধুকর**—মৌমাছির; **নিকর**—সমূহ; **উপরোধেন**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **দ্রুত**—শীঘ্র; **পদ**—পায়ের; **বিন্যাসেন**—সুন্দর বিক্ষেপের দ্বারা; **বল্গু**—অল্প; **স্পন্দন**—কম্পিত; **স্তন**—স্তন; **কলশ**—কলসসদৃশ; **কবর**—কবরী; **ভার**—ভার; **রশনাম্**—মেখলা; **দেবীম্**—দেবী; **তৎ-অবলোকনে**—কেবল তাঁকে দেখে; **বিবৃত-অবসরস্য**—সুযোগ গ্রহণ করে; **ভগবতঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালীর; **মকর-ধ্বজস্য**—কন্দর্পের; **বশম্**—নিয়ন্ত্রণাধীনে; **উপনীতঃ**—উপনীত হয়ে; **জড়-বৎ**—জড়ের মতো; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **উবাচ**—তিনি বলেছিলেন।

অনুবাদ

সেই অপ্সরা মধুকরীর মতো পুষ্পসমূহের ঘ্রাণ গ্রহণ করছিলেন। দেবতা এবং মানুষদের মন এবং নয়নের আনন্দ প্রদানকারী তাঁর গতি, বিহার, লজ্জা ও বিনয়ান্বিতা দৃষ্টি, সুমধুর স্বর, বাক্য এবং নেত্রাদি অবয়বসমূহ যেন মানুষদের মনে কুসুম-আয়ুধ কন্দর্পের প্রবেশদ্বার করে দিচ্ছিল। তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল যেন তাঁর মুখ থেকে অমৃত নিঃসৃত হচ্ছে। তিনি যখন শ্বাস ত্যাগ করছিলেন, তখন তাঁর নিঃশ্বাসের গন্ধে উন্মত্ত হয়ে মৌমাছিরা তাঁর সুন্দর নয়ন-কমলের চারপাশে উড়ছিল। তার ফলে সেই কামিনী ভয়ে ব্যাকুলা হয়ে দ্রুত পদবিক্ষেপ করায় তাঁর স্তন-কলস এমনভাবে কম্পিত হচ্ছিল যে তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় লাগছিল। বাস্তবিকপক্ষে তখন মনে হচ্ছিল, তিনি যেন মানুষের হৃদয়ে কামদেবের প্রবেশদ্বার তৈরি করছেন। তাই তাঁকে দেখে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়ে, রাজকুমার তাঁকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

সুন্দরী রমণীর গতি, অঙ্গভঙ্গি, কেশ, স্তন, নিতম্ব, এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ যে কিভাবে কেবল মনুষ্যেরই নয়, এমনকি দেবতাদের মন পর্যন্ত আকর্ষণ করে তা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে *দিবিজ* এবং *মনুজ* শব্দ দুটি বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করে যে, রমণীর কমনীয় অঙ্গভঙ্গি এমনই শক্তিশালী যে তা এই জড় জগতের সর্বত্র, এমনকি স্বর্গলোকের অধিবাসীদেরও আকর্ষণ করে।

কথিত হয় যে স্বর্গলোকের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান এই লোকের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান থেকে হাজার হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ। তাই সেখানকার রমণীদের দেহের সৌন্দর্য পৃথিবীর রমণীদের সৌন্দর্য থেকে হাজার হাজার গুণ বেশি আকর্ষণীয়। সৃষ্টিকর্তা রমণীদের এমনভাবে নির্মিত করেছেন যে, তাদের মধুর ধ্বনি, গমনভঙ্গি, নিতম্ব, স্তন এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথিবী এবং অন্যান্য লোকের পুরুষদের আকর্ষিত করে এবং তাদের কামভাব জাগরিত করে। কেউ যখন কন্দর্প বা রমণীর সৌন্দর্যের দ্বারা মোহিত হন, তখন তিনি পাথরের মতো জড় হয়ে যান। রমণীর গমনভঙ্গিতে মোহিত হয়ে তিনি তখন এই জড় জগতেই থাকতে চান। তাই রমণীর সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব এবং গমনভঙ্গি কেবল দর্শন করার ফলেই চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন যে, তাঁরা যেন রমণীর সৌন্দর্য এবং জাগতিক সভ্যতার উন্নতির দ্বারা মোহিত না হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে পর্যন্ত দর্শন দান করতে অস্বীকার করেন, কারণ তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি। এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য*—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত ভক্তেরা যেহেতু ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক, তাই তাঁদের কর্তব্য স্ত্রীলোকের সুন্দর অঙ্গভঙ্গি দর্শন না করা এবং অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির সঙ্গ না করা।

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥

"হায়! যে ব্যক্তি এই সংসার সাগর উত্তীর্ণ হয়ে, সব রকম জড় কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে চান, তাঁর পক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত বিষয়ীর দর্শন অথবা স্ত্রীদর্শন বিষপান করার থেকেও ভয়ঙ্কর।" (*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য* ১১/৮) যাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁদের কখনও রমণীর সৌন্দর্য এবং ধনীর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত নয়। এই প্রকার অভিনিবেশের ফলে পারমার্থিক উন্নতি প্রতিহত হবে। কিন্তু ভক্ত যখন একবার কৃষ্ণভাবনায় স্থির হয়ে যান, তখন আর এই সমস্ত আকর্ষণ তাঁর মনকে বিচলিত করতে পারে না।

শ্লোক ৭

কা ত্বং চিকীর্ষসি চ কিং মুনিবর্য শৈলে
মায়াসি কাপি ভগবৎপরদেবতায়াঃ ।
বিজ্যে বিভর্ষি ধনুষী সুহৃদাত্মনোঽর্থে
কিংবা মৃগান্মৃগয়সে বিপিনে প্রমত্তান্ ॥ ৭ ॥

কা—কে; **ত্বম্**—তুমি; **চিকীর্ষসি**—কি করার চেষ্টা করছ; **চ**—ও; **কিম্**—কি; **মুনি-বর্য**—হে মুনিশ্রেষ্ঠ; **শৈলে**—এই পর্বতে; **মায়া**—মায়া; **অসি**—হও; **কাপি**—কোন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পর-দেবতায়াঃ**—পরমেশ্বরের; **বিজ্যে**—জ্যা রহিত; **বিভর্ষি**—ধারণ করছ; **ধনুষী**—দুটি ধনুক; **সুহৃৎ**—বন্ধুর; **আত্মনঃ**—তোমার নিজের; **অর্থে**—হেতু; **কিম্ বা**—অথবা; **মৃগান্**—বন্য পশু; **মৃগয়সে**—শিকার করার জন্য; **বিপিনে**—অরণ্যে; **প্রমত্তান্**—বিষয় বাসনায় মত্ত।

অনুবাদ

রাজকুমার ভ্রান্তিবশত অপ্সরাকে সম্বোধন করে বললেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তুমি কে? তুমি এই পর্বতে কেন এসেছ এবং এখানে কি করতে চাইছ? তুমি কি ভগবানের মায়া? মনে হচ্ছে যেন তুমি দুটি জ্যারহিত ধনুক ধারণ করেছ। সেগুলি ধারণ করার কারণ কি? তুমি কি নিজের জন্য না তোমার সখার জন্য সেগুলি ধারণ করেছ? হয়তো তুমি বনের পশুদের শিকার করার জন্য সেগুলি বহন করছ।

তাৎপর্য

বনে কঠিন তপস্যা করার সময়, আগ্নীধ্র ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত পূর্বচিত্তির রূপে মোহিত হয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*—কামার্ত হলে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তাই বুদ্ধিভ্রষ্ট আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তি পুরুষ না স্ত্রী তা বুঝতে পারেননি। তাঁকে তাঁর মুনিপুত্র বলে ভ্রম হয়েছিল এবং তাই তিনি তাঁকে *মুনিবর্য* বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর অঙ্গের সৌন্দর্য দর্শন করে তাঁকে একজন বালক বলে বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই তিনি তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনোযোগ পূর্বক দর্শন করতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর ভ্রূযুগল দর্শন করেছিলেন এবং সেইগুলি এতই অভিব্যক্তিপূর্ণ ছিল যে, তাঁর সন্দেহ হয়েছিল তিনি হয়তো ভগবানের মায়া। এই সম্পর্কে *ভগবৎ-পরদেবতায়াঃ* পদটি ব্যবহৃত

হয়েছে। দেবতারা এই জড় জগতের বাসিন্দা, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড়াতীত এবং তাই তিনি *পরদেবতা* নামে পরিচিত। জড় জগৎ নিঃসন্দেহে মায়ার সৃষ্টি, কিন্তু তা সৃষ্টি হয়েছে পরদেবতা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্* । মায়া এই জড় জগতের পরম নিয়ন্তা নন। মায়া শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনায় পরিচালিত হন।

পূর্বচিত্তির ভ্রূযুগল এতই সুন্দর ছিল যে, আগ্নীধ্র সেগুলিকে জ্যা রহিত ধনুকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, সেগুলি কি তাঁর নিজের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কারও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন। তাঁর ভ্রূযুগল বনের পশুদের হত্যা করার জন্য ধনুকের মতো ছিল। এই জড় জগৎ এক মহা অরণ্য-সদৃশ, এবং তাঁর অধিবাসীরা ব্যাঘ্র, হরিণাদি বন্য পশুর মতো। সেই পশুদের বধ করে সুন্দরী রমণীর ভ্রূযুগল। সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে, এই জগতের পুরুষেরা জ্যারহিত ধনুকের দ্বারা নিহত হয়, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না কিভাবে মায়ার দ্বারা তারা নিহত হচ্ছে। কিন্তু তারা যে নিহত হচ্ছে তা বাস্তব সত্য (*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*)। তপস্যার প্রভাবে আগ্নীধ্র বুঝতে পেরেছিলেন, কিভাবে মায়া পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় কার্য করে।

প্রমত্তান্ শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারে না তাকে বলা হয় প্রমত্ত। সমগ্র জড় জগৎ এই প্রকার প্রমত্ত বা বিমূঢ় ব্যক্তিদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই বলেছেন—

শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরম্ উদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥

"তারা অনিত্য জড় সুখের জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপে বিনষ্ট হচ্ছে, এবং ভগবানের প্রতি আসক্ত না হয়ে, সারা দিন এবং সারা রাত কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তাদের জীবনের অপচয় করছে। আমি কেবল তাদের জন্য শোক করছি এবং তাদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য বিবিধ পরিকল্পনা করছি।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/৪৩) ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ঐকান্তিকভাবে চেষ্টাপরায়ণ কর্মীদের শাস্ত্রে *প্রমত্ত, বিমুখ, বিমূঢ়* ইত্যাদি শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। তারা মায়ার দ্বারা হত। কিন্তু যিনি অপ্রমত্ত, সুস্থ-মস্তিষ্ক, সংযত, ধীর, তিনি ভালভাবেই জানেন যে, মানব-জীবনের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। মায়া তার অদৃশ্য ধনুক এবং বাণের দ্বারা প্রমত্তদের হত্যা করতে উদ্যত। আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তিকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন।

শ্লোক ৮

বাণাবিমৌ ভগবতঃ শতপত্রপত্রৌ
শান্তাবপুঙ্খরুচিরাবতিতিগ্মদন্তৌ ।
কস্মৈ যুযুঙ্ক্ষসি বনে বিচরন্ন বিদ্মঃ
ক্ষেমায় নো জড়ধিয়াং তব বিক্রমোঽস্তু ॥ ৮ ॥

বাণৌ—দুটি বাণ; **ইমৌ**—এই; **ভগবতঃ**—পরম শক্তিমান তোমার; **শত-পত্র-পত্রৌ**—কমলদলের মতো পক্ষযুক্ত; **শান্তৌ**—শান্ত; **অপুঙ্খ**—শলাকা রহিত; **রুচিরৌ**—অত্যন্ত সুন্দর; **অতি-তিগ্ম-দন্তৌ**—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ সমন্বিত; **কস্মৈ**—কাকে; **যুযুঙ্ক্ষসি**—তুমি বিদ্ধ করতে চাও; **বনে**—বনে; **বিচরন্**—বিচরণ করে; **ন বিদ্মঃ**—আমি বুঝতে পারছি না; **ক্ষেমায়**—কল্যাণ সাধনের জন্য; **নঃ**—আমাদের; **জড়-ধিয়াম্**—মন্দবুদ্ধি; **তব**—তোমার; **বিক্রমঃ**—পরাক্রম; **অস্তু**—হোক।

অনুবাদ

তারপর আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির কটাক্ষের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন—হে সখে! তোমার নয়নের চাহনি অতি শক্তিশালী দুটি বাণের মতো। সেই বাণের পক্ষ পদ্মফুলের পাপড়ির মতো। যদিও তাদের শলাকা নেই, তবু তারা অত্যন্ত সুন্দর, এবং তাদের অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাদের দেখে মনে হয় তারা যেন অত্যন্ত শান্ত, এবং তাই আমার মনে হয় যে, সেগুলি কারও প্রতি নিক্ষেপ করা হবে না। তুমি নিশ্চয়ই সেই বাণের দ্বারা কাউকে বিদ্ধ করার জন্য এই অরণ্যে বিচরণ করছ, কিন্তু আমি জানি না কাকে তুমি বিদ্ধ করবে। আমার বুদ্ধি মন্দ, এবং আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না। বাস্তবিকপক্ষে বিক্রমে কেউই তোমার সমকক্ষ নয়, এবং তাই আমি প্রার্থনা করি, তোমার এই বিক্রম যেন আমার মঙ্গলের নিমিত্তই হয়।

তাৎপর্য

আগ্নীধ্র এইভাবে পূর্বচিত্তির কটাক্ষের প্রশংসা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর কটাক্ষকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। যদিও তার নয়নযুগল ছিল পদ্মফুলের মতো সুন্দর, তবু তার ঈক্ষণ ছিল শলাকা রহিত বাণের মতো, এবং তাই আগ্নীধ্র তাদের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, তাঁর প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাত অনুকূল হবে কারণ তিনি ইতিমধ্যেই মোহিত হয়েছেন,

এবং তিনি যতই মোহিত হবেন ততই তাঁর পক্ষে তাঁকে ছাড়া জীবন ধারণ করা কঠিন হবে। আগ্নীধ্র তাই পূর্বচিত্তির কাছে প্রার্থনা করেছেন, তাঁর প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাত যেন নিষ্ফল না হয়ে কল্যাণকর হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যেন তাঁর পত্নী হন।

শ্লোক ৯

শিষ্যা ইমে ভগবতঃ পরিতঃ পঠন্তি
গায়ন্তি সাম সরহস্যমজস্রমীশম্ ।
যুষ্মচ্ছিখাবিলুলিতাঃ সুমনোঽভিবৃষ্টীঃ
সর্বে ভজন্ত্যষিগণা ইব বেদশাখাঃ ॥ ৯ ॥

শিষ্যাঃ—শিষ্য; **ইমে**—এই সমস্ত; **ভগবতঃ**—আপনার; **পরিতঃ**—পরিবেষ্টিত; **পঠন্তি**—আবৃত্তি করছে; **গায়ন্তি**—গান করছে; **সাম**—সাম বেদ; **স-রহস্যম্**—বেদের গোপনীয় অঙ্গযুক্ত; **অজস্রম্**—নিরন্তর; **ঈশম্**—ভগবানের; **যুষ্মৎ**—আপনার; **শিখা**—শিখা থেকে; **বিলুলিতাঃ**—পতিত; **সুমনঃ**—পুষ্পের; **অভিবৃষ্টীঃ**—বৃষ্টি; **সর্বে**—সমস্ত; **ভজন্তি**—উপভোগ করে; **ঋষি-গণাঃ**—ঋষিগণ; **ইব**—সদৃশ; **বেদ-শাখাঃ**—বৈদিক শাস্ত্রের শাখাসমূহ।

অনুবাদ

পূর্বচিত্তির অনুগমনকারী ভ্রমরদের দেখে মহারাজ আগ্নীধ্র বললেন—হে প্রভু, এই সমস্ত ভ্রমরেরা আপনার শিষ্যের মতো আপনাকে বেষ্টন করে রয়েছে। তারা নিরন্তর সামবেদ ও উপনিষদের মন্ত্র গান করছে, এবং এইভাবে তারা আপনার বন্দনা করছে। ঋষিগণ যেভাবে বেদের শাখা ভজনা করেন, তেমনই আপনার শিষ্যরাও আপনার কেশদাম থেকে পতিত পুষ্পবৃষ্টি উপভোগ করছে।

শ্লোক ১০

বাচং পরং চরণপঞ্জরতিত্তিরীণাং
ব্রহ্মন্নরূপমুখরাং শৃণবাম তুভ্যম্ ।
লব্ধ্বা কদম্বরুচিরঙ্কবিটঙ্কবিম্বে
যস্যামলাতপরিধিঃ ক্ব চ বল্কলং তে ॥ ১০ ॥

বাচম্—গুঞ্জন ধ্বনি; **পরম্**—কেবল; **চরণ-পঞ্জর**—নূপুরের; **তিত্তিরীণাম্**—তিত্তিরী পক্ষীর; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **অরূপ**—রূপহীন; **মুখরাম্**—স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে; **শৃণবাম**—আমি শুনতে পাচ্ছি; **তুভ্যম্**—তোমার; **লব্ধা**—প্রাপ্ত; **কদম্ব**—কদম্ব ফুলের মতো; **রুচিঃ**—সুন্দর রং; **অঙ্ক-বিটঙ্ক-বিম্বে**—সুন্দর সুডোল নিতম্বে; **যস্যাম্**—যাতে; **অলাত-পরিধিঃ**—অলাতচক্র; **ক্ব**—কোথায়; **চ**—ও; **বল্কলম্**—পরিধেয় বস্ত্র; **তে**—তোমার।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আমি তোমার নূপুরের কিঙ্কিণীর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। সেই নূপুরের মধ্যে তিত্তিরী পক্ষী রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি তাদের কূজন শুনতে পাচ্ছি। তোমার সুন্দর নিতম্ব-মণ্ডল কদম্ব কুসুমের মতো পীত বর্ণ, এবং তোমার কটিদেশ বেষ্টন করে রয়েছে অলাত-চক্রের মতো মেখলা। তুমি কি তোমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করতে ভুলে গেছ?

তাৎপর্য

আগ্নীধ্র কামার্ত হয়ে পূর্বচিত্তির আকর্ষণীয় নিতম্ব এবং কটিদেশ দর্শন করছিলেন। মানুষ যখন এইভাবে কামপূর্ণ দৃষ্টিতে কোন স্ত্রীকে দর্শন করে, তখন সে তার মুখ, স্তন এবং কটিদেশের সৌন্দর্যে মোহিত হয়, কারণ পুরুষের কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য নারী তার মুখের সৌন্দর্য, স্তনের নমনীয়তা এবং কটিদেশের কমনীয়তার দ্বারা তাকে আকৃষ্ট করে। পূর্বচিত্তির পরণে ছিল পীত রেশমের বসন, এবং তাই তাঁর নিতম্ব ঠিক কদম্ব ফুলের মতো মনে হচ্ছিল। তাঁর মেখলা যেন তাঁর কটিদেশকে অলাত-চক্রের মতো বেষ্টন করেছিল। তিনি পূর্ণরূপে সজ্জিতা ছিলেন, কিন্তু আগ্নীধ্র কামে এতই মোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কেন নগ্ন অবস্থায় এখানে এসেছ?"

শ্লোক ১১

কিং সম্ভৃতং রুচিরয়োর্দ্বিজ শৃঙ্গয়োস্তে
মধ্যে কৃশো বহসি যত্র দৃশিঃ শ্রিতা মে ।
পঙ্কোহরুণঃ সুরভিরাত্মবিষাণ ঈদৃগ্
যেনাশ্রমং সুভগ মে সুরভীকরোষি ॥ ১১ ॥

কিম্—কি; **সম্ভৃতম্**—পূর্ণ; **রুচিরয়োঃ**—অত্যন্ত সুন্দর; **দ্বিজ**—হে ব্রাহ্মণ; **শৃঙ্গয়োঃ**—দুটি শৃঙ্গের অভ্যন্তরে; **তে**—তোমার; **মধ্যে**—মধ্যভাগে; **কৃশঃ**—কৃশ; **বহসি**—বহন করছ; **যত্র**—যেখানে; **দৃশিঃ**—নয়ন; **শ্রিতা**—সংলগ্ন; **মে**—আমার; **পঙ্কঃ**—চূর্ণ; **অরুণঃ**—লাল; **সুরভিঃ**—সুগন্ধযুক্ত; **আত্ম-বিষাণে**—সেই দুটি শৃঙ্গের উপর; **ঈদৃগ্**—এই প্রকার; **যেন**—যার দ্বারা; **আশ্রমম্**—আশ্রম; **সু-ভগ**—হে পরম ভাগ্যবান; **মে**—আমার; **সুরভী-করোষি**—সুরভিত করছ।

অনুবাদ

আগ্নীধ্র তখন পূর্বচিত্তির উন্নত স্তনযুগলের প্রশংসা করে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, তোমার কটিদেশ কৃশ, তবুও তুমি অতি কষ্টে দুটি শৃঙ্গ বহন করছ, যার উপর আমার চক্ষুদ্বয় আকৃষ্ট হয়েছে। সেই দুটি সুন্দর শৃঙ্গের অভ্যন্তরে কি রয়েছে? তুমি তার উপর অরুণবর্ণ সুগন্ধ পঙ্ক লেপন করেছ। হে সুভগ, সেই সুরভিত পঙ্ক যা আমার আশ্রমকে সুরভিত করেছে তা তুমি কোথায় পেলে?

তাৎপর্য

আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির উন্নত স্তনের প্রশংসা করেছেন। তাঁর স্তন দর্শন করে তিনি প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বুঝতে পারছেন না পূর্বচিত্তি একটি বালক না বালিকা, কারণ তাঁর তপস্যার ফলে, তিনি বালক এবং বালিকার মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেননি। তাই তিনি তাঁকে দ্বিজ বলে সম্বোধন করে বলেছেন, "হে ব্রাহ্মণ"। কিন্তু তাহলে ব্রাহ্মণ বালকের বক্ষে শৃঙ্গ কেন থাকবে? যেহেতু সেই বালকের কটিদেশ ছিল কৃশ, তাই আগ্নীধ্র মনে করেছিলেন যে, সে যেন অতি কষ্টে সেই শৃঙ্গ দুটি বহন করছে, এবং তাই সেগুলি নিশ্চয়ই অত্যন্ত মূল্যবান কোন সম্পদে পূর্ণ ছিল। তা না হলে সে তা বহন করবে কেন? রমণীর কটিদেশ যখন কৃশ হয় এবং স্তনযুগল পূর্ণ হয়, তখন তাকে দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। সেই সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আগ্নীধ্র বিবেচনা করেছিলেন, সেই বালিকার ক্ষীণ দেহ কিভাবে সেই ভারী স্তন বহন করছে। আগ্নীধ্র মনে করেছিলেন যে, তাঁর উন্নত স্তন দুটি যেন দুটি শৃঙ্গ এবং তিনি সেগুলি বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করে রেখেছেন, যাতে অন্যেরা সেগুলির মধ্যে যে মূল্যবান সম্পদ রয়েছে তা দেখতে না পায়। আগ্নীধ্র কিন্তু তা দেখার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি অনুরোধ করেছেন, "দয়া করে তুমি সেই আবরণ উন্মোচন কর, যাতে আমি দেখতে পাই তুমি কি সম্পদ বহন করছ। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, সেগুলি আমি নিয়ে নেব না। তুমি যদি আবরণ

অপসারণ করতে অসুবিধা বোধ কর, তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমি স্বয়ং সেই আবরণ উন্মোচন করে দেখতে পারি, সেই উন্নত শৃঙ্গ দুটিতে কি মূল্যবান সম্পদ রয়েছে।" তিনি তাঁর স্তনযুগলে সুরভিত কুমকুম-পঙ্ক দর্শন করেও অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পূর্বচিত্তিকে একজন বালক বলে মনে করে, তাঁকে *সুভগ* বা অত্যন্ত ভাগ্যবান মুনি বলে সম্বোধন করেছেন। আগ্নীধ্র মনে করেছিলেন যে, সেই বালকটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভাগ্যবান, তা না হলে কিভাবে সে সেখানে তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে তাঁর আশ্রমকে সুরভিত করতে পারে?

শ্লোক ১২

লোকং প্রদর্শয় সুহৃত্তম তাবকং মে
যত্রত্য ইত্থমুরসাবয়বাবপূর্বৌ ।
অস্মদ্বিধস্য মনউন্নয়নৌ বিভর্তি
বহ্বদ্ভুতং সরসরাসসুধাদি বক্ত্রে ॥ ১২ ॥

লোকম্—বাসস্থান; **প্রদর্শয়**—প্রদর্শন কর; **সুহৃৎ-তম**—হে শ্রেষ্ঠ সখা; **তাবকম্**—তোমার; **মে**—আমাকে; **যত্রত্যঃ**—যেখানে জন্ম হয়েছে; **ইত্থম্**—এই প্রকার; **উরসা**—বক্ষস্থলের দ্বারা; **অবয়বৌ**—দুটি অঙ্গ (স্তন); **অপূর্বৌ**—অপূর্ব; **অস্মৎ-বিধস্য**—আমার মতো ব্যক্তির; **মনঃ-উন্নয়নৌ**—মনকে ক্ষুব্ধকারী; **বিভর্তি**—ধারণ করে; **বহু**—বহু; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **সরস**—সুমধুর বাণী; **রাস**—হাস্য আদি বিলাস; **সুধা-আদি**—অমৃততুল্য; **বক্ত্রে**—মুখে।

অনুবাদ

হে সুহৃৎতম, তুমি কি দয়া করে আমাকে তোমার বাসস্থান দেখাবে? সেখানকার অধিবাসীরা বক্ষঃস্থলের দ্বারা এমন অপূর্ব অবয়ব ধারণ করে যে, তা দর্শনে আমার মতো ব্যক্তির মন ও নয়ন উভয়ই ক্ষুব্ধ হয়। তাদের মধুর বাণী এবং মৃদুমন্দ হাসির কথা বিচার করে আমার মনে হয় যে, তাদের মুখে না জানি কত অমৃত রয়েছে।

তাৎপর্য

প্রমত্ত আগ্নীধ্র সেই ব্রাহ্মণ বালক যে স্থানে বাস করে, সেই স্থানটি দর্শন করতে চেয়েছেন, যেখানকার মানুষদের বক্ষঃস্থল উন্নত। তাঁর মনে হয়েছিল যে,

সেখানকার অধিবাসীরা হয়তো তাঁদের কঠোর তপস্যার ফলে, সেই প্রকার আকর্ষণীয় অঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছেন। আগ্নীধ্র সেই অপ্সরাকে সুহৃত্তম বলে সম্বোধন করেছেন, যাতে তিনি তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতে অস্বীকার না করেন। আগ্নীধ্র কেবল সেই রমণীর উন্নত স্তন দর্শন করেই মোহিত হননি, তাঁর মধুর বাণীর দ্বারাও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মুখ থেকেও যেন অমৃত নিঃসৃত হচ্ছিল, এবং তাই তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

কা বাত্মবৃত্তিরদনাদ্ধবিরঙ্গ বাতি
বিষ্ণোঃ কলাস্যনিমিষোন্মকরৌ চ কর্ণৌ ।
উদ্বিগ্নমীনযুগলং দ্বিজপঙ্‌ক্তিশোচি-
রাসন্নভৃঙ্গনিকরং সর ইন্মুখং তে ॥ ১৩ ॥

কা—কি; **বা**—এবং; **আত্ম-বৃত্তিঃ**—দেহ ধারণের জন্য আহার; **অদনাৎ**—চর্বণের দ্বারা (পান); **হবিঃ**—যজ্ঞে নিবেদন করার শুদ্ধ সামগ্রী; **অঙ্গ**—হে প্রিয় বন্ধু; **বাতি**—নিঃসৃত হচ্ছে; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **কলা**—অংশ; **অসি**—তুমি হও; **অনিমিষ**—অপলক; **উন্মকরৌ**—দুটি উজ্জ্বল মকর; **চ**—ও; **কর্ণৌ**—কর্ণযুগল; **উদ্বিগ্ন**—চঞ্চল; **মীন-যুগলম্**—দুটি মীন সমন্বিত; **দ্বিজ-পঙ্‌ক্তি**—দন্তপঙ্‌ক্তি; **শোচিঃ**—সৌন্দর্য; **আসন্ন**—নিকটস্থ; **ভৃঙ্গ-নিকরম্**—অলিকুল; **সরঃ ইৎ**—সরোবরের মতো; **মুখম্**—মুখ; **তে**—তোমার।

অনুবাদ

হে সখে, তোমার দেহ ধারণ করার জন্য তুমি কি আহার কর? কারণ তাম্বুল চর্বণ-জনিত তোমার মুখ থেকে যে সুগন্ধ বিনির্গত হচ্ছে, তার ফলে মনে হয় তুমি সর্বদা বিষ্ণুর ভুক্তাবশিষ্টই গ্রহণ কর। তুমি নিশ্চয়ই বিষ্ণুর অংশসম্ভূত। তোমার মুখমণ্ডল নির্মল সরোবরের মতো সুন্দর। তোমার কর্ণযুগলে যে দুটি রত্নখচিত মকরাকৃতি কুণ্ডল বিরাজ করছে, সেগুলির নেত্র বিষ্ণুর চক্ষের মতো অপলক। তোমার নেত্রযুগল মীনের মতো চঞ্চল। সুতরাং তোমার মুখমণ্ডলরূপ সরোবরে যেন দুটি অনিমেষ মকর ও চঞ্চল মীন বিহার করছে। তোমার দন্তপঙ্‌ক্তি রাজহংসের মতো শোভা বিস্তার করছে, এবং তোমার কেশকলাপ যেন অলিকুলের মতো তোমার মুখের সৌন্দর্য অনুসরণ করছে।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণুর ভক্তেরাও তাঁর অংশ। তাঁদের বলা হয় বিভিন্নাংশ। যজ্ঞে বিষ্ণুকে সর্বপ্রকার হবি নিবেদন করা হয়, এবং যেহেতু ভক্তরা সর্বদা তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করেন, তাই কেবল বিষ্ণুর থেকেই যজ্ঞের নৈবেদ্যের সুগন্ধ নিঃসৃত হয় না, তাঁর প্রসাদ সেবনকারী ভক্তদের শ্রীঅঙ্গ থেকে অথবা তাঁর ভক্তের ভুক্তাবশেষ থেকেও সেই সুগন্ধ নিঃসৃত হয়। পূর্বচিত্তির অঙ্গ থেকে মনোমুগ্ধকর সৌরভ নিঃসৃত হচ্ছিল বলে, আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তিকে শ্রীবিষ্ণুর কলা বলে মনে করেছিলেন। আর তা ছাড়া তাঁর মকরাকৃতি রত্নখচিত কর্ণকুণ্ডল, তাঁর অঙ্গ-সৌরভে উন্মত্ত অলিকুলের মতো কুঞ্চিত কেশদাম, এবং রাজহংসের মতো শ্বেত দন্তপঙ্‌ক্তির জন্য আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির মুখকে পদ্ম, মীন, হংস এবং অলিকুল দ্বারা অলংকৃত সরোবরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

যোঽসৌ ত্বয়া করসরোজহতঃ পতঙ্গো
দিক্ষু ভ্রমন্ ভ্রমত এজয়তেঽক্ষিণী মে।
মুক্তং ন তে স্মরসি বক্রজটাবরূথং
কষ্টোঽনিলো হরতি লম্পট এষ নীবীম্ ॥ ১৪ ॥

যঃ—যা; **অসৌ**—তা; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **কর-সরোজ**—কমলসদৃশ করতল; **হতঃ**—আহত; **পতঙ্গঃ**—কন্দুক; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **ভ্রমন্**—ঘুরতে ঘুরতে; **ভ্রমতঃ**—চঞ্চল; **এজয়তে**—বিচলিত করে; **অক্ষিণী**—চক্ষু; **মে**—আমার; **মুক্তম্**—বিক্ষিপ্ত; **ন**—না; **তে**—তোমার; **স্মরসি**—তুমি কি মনোযোগ দিচ্ছ; **বক্র**—কুঞ্চিত; **জটা**—চুলের; **বরূথম্**—গুচ্ছ; **কষ্টঃ**—কষ্টদায়ক; **অনিলঃ**—বায়ু; **হরতি**—হরণ করছে; **লম্পটঃ**—পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত পুরুষ; **এষ**—এই; **নীবীম্**—বস্ত্রগ্রন্থি।

অনুবাদ

আমার মন ইতিমধ্যেই অস্থির হয়েছে, এবং তুমি তোমার করকমলের দ্বারা যে কন্দুকটিকে চালিত করছ তা আমার নয়ন যুগলকেও অস্থির করছে। তোমার কুটিল কেশদাম যে আলুলায়িত হয়েছে, তা কি তুমি পুনরায় বন্ধন করবে না? লম্পট পুরুষের মতো পবন তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে তোমার কটিবন্ধন হরণ করছে, তাও কি তোমার স্মরণ হচ্ছে না?

তাৎপর্য

পূর্বচিত্তি তাঁর হাতে একটি কন্দুক নিয়ে খেলা করছিলেন, এবং সেই কন্দুকটিকে তাঁর করকমলে ধৃত আর একটি কমলের মতো মনে হচ্ছিল। ইতস্তত বিচরণের ফলে তাঁর কেশদাম আলুলায়িত হয়েছিল, এবং তাঁর কটিবন্ধন শিথিল হয়েছিল, তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন লম্পট পবন তাঁকে নগ্ন করার চেষ্টা করছিল। তবুও তিনি তাঁর কেশদাম পুনরায় বন্ধন করার অথবা তাঁর বসন ঠিক করার ব্যাপারে কোন মনোযোগ দিচ্ছিলেন না। আগ্নীধ্র যেহেতু সেই রমণীর অনাবৃত সৌন্দর্য দর্শন করার জন্য আকুল হয়েছিলেন, তাই তাঁর বিচরণের ফলে তাঁর চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ১৫

রূপং তপোধন তপশ্চরতাং তপোঘ্নং
হ্যেতত্তু কেন তপসা ভবতোপলব্ধম্ ।
চর্তুং তপোঽর্হসি ময়া সহ মিত্র মহ্যং
কিংবা প্রসীদতি স বৈ ভবভাবনো মে ॥ ১৫ ॥

রূপম্—সৌন্দর্য; **তপঃ-ধন**—হে শ্রেষ্ঠ তপস্বী; **তপঃ চরতাম্**—তপস্বীদের; **তপঃঘ্নম্**—তপস্যা বিনাশকারী; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **এতৎ**—এই; **তু**—বাস্তবিকপক্ষে; **কেন**—কিসের দ্বারা; **তপসা**—তপশ্চর্যা; **ভবতা**—তোমার দ্বারা; **উপলব্ধম্**—লব্ধ; **চর্তুম্**—সম্পাদন করেছিলেন; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **অর্হসি**—তোমার উচিত; **ময়া সহ**—আমার সঙ্গে; **মিত্র**—হে প্রিয় সখা; **মহ্যম্**—আমাকে; **কিম্ বা**—অথবা সম্ভব; **প্রসীদতি**—প্রসন্ন হয়; **সঃ**—সে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভব-ভাবনঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা; **মে**—আমার সঙ্গে।

অনুবাদ

হে তপোধন, তপস্বীদের তপোবিঘ্নকারক এই রূপ তুমি কোন্ তপস্যার দ্বারা লাভ করেছ? এই কলা তুমি কোথায় শিখেছ? হে সখে, কোন্ তপস্যার দ্বারা তুমি এই সৌন্দর্য লাভ করেছ? আমি চাই যে তুমিও আমার সঙ্গে তপস্যা কর, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হয়তো আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আমার ভার্যা হওয়ার জন্য তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

তাৎপর্য

আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির অপরূপ সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য দর্শন করে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন, যা নিঃসন্দেহে তাঁর পূর্বকৃত তপস্যার ফল ছিল। তাই তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি তপস্বীদের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য সেই রূপ লাভ করেছিলেন কি না। তিনি ভেবেছিলেন যে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হয়তো তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর পত্নী হওয়ার জন্য। তিনি পূর্বচিত্তিকে তাঁর পত্নী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তাঁরা গার্হস্থ্য জীবনে একসঙ্গে তপস্যা করতে পারেন। তার অর্থ হচ্ছে, উপযুক্ত পত্নী যদি অধ্যাত্ম-চেতনায় পতির মতো উন্নত হন, তাহলে গার্হস্থ্য জীবনে তিনি তাঁর পতিকে তপস্যা করতে সাহায্য করেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ব্যতীত পতি এবং পত্নী সমপর্যায়ে স্থিত হতে পারেন না। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা চান যাতে সুসন্তানের জন্ম হয়। তাই ব্রহ্মা প্রসন্ন না হলে, উপযুক্ত পত্নী লাভ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিবাহের সময়ে ব্রহ্মার পূজা করা হয়। ভারতবর্ষে আজও বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে ব্রহ্মার ছবি থাকে।

শ্লোক ১৬

ন ত্বাং ত্যজামি দয়িতং দ্বিজদেবদত্তং
যস্মিন্মনো দৃগপি নো ন বিযাতি লগ্নম্ ।
মাং চারুশৃঙ্গ্যর্হসি নেতুমনুব্রতং তে
চিত্তং যতঃ প্রতিসরন্ত্ত শিবাঃ সচিব্যঃ ॥ ১৬ ॥

ন—না; **ত্বাম্**—তোমাকে; **ত্যজামি**—আমি ত্যাগ করব; **দয়িতম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **দ্বিজ-দেব**—ব্রহ্মার দ্বারা, ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত দেবতা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **যস্মিন্**—যাঁকে; **মনঃ**—মন; **দৃক্**—চক্ষু; **অপি**—ও; **নঃ**—আমার; **ন বিযাতি**—চলে যায় না; **লগ্নম্**—সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত; **মাম্**—আমাকে; **চারু-শৃঙ্গি**—সুন্দর স্তন সমন্বিত রমণী; **অর্হসি**—তোমার উচিত; **নেতুম্**—পরিচালিত করা; **অনুব্রতম্**—অনুগামী; **তে**—তোমার; **চিত্তম্**—বাসনা; **যতঃ**—যেখানেই হোক; **প্রতিসরন্ত্ত**—অনুসরণ করতে পারে; **শিবাঃ**—অনুকূল; **সচিব্যঃ**—বন্ধুগণ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত ব্রহ্মা আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, এবং তাই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

তোমার সঙ্গ আমি ত্যাগ করতে চাই না, কারণ আমার মন ও নয়ন তোমাতে নিবিষ্ট হয়েছে এবং কোন মতেই আমি তা অপসারিত করতে পারছি না। হে চারুশৃঙ্গিন্, আমি তোমার অনুগত। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমাকে নিয়ে চল, তোমার সখীগণও অনুকূলা হয়ে আমার অনুগমন করুক।

তাৎপর্য

এখন আগ্নীধ্র স্পষ্টভাবে তাঁর দুর্বলতা স্বীকার করছেন। তিনি পূর্বচিত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং "তোমাকে নিয়ে তো আমার কোন প্রয়োজন নেই"—পূর্বচিত্তি একথা বলার আগেই তিনি তাঁকে বিবাহ করার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে স্বর্গ অথবা নরক যে-কোন স্থানে যেতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কেউ যখন কাম এবং যৌন আবেদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন সে বিনা বিচারে সেই রমণীর পদতলে আত্মসমর্পণ করে। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, কেউ যখন উন্মাদের মতো কথা বলে অথবা হাসি-মজা করে, তখন সে তার মুখে যা আসে তাই বলে, কিন্তু সে যা বলে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

শ্লোক ১৭

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ললনানুনয়াতিবিশারদো গ্রাম্যবৈদগ্ধ্যয়া পরিভাষয়া তাং বিবুধবধূং বিবুধমতিরধিসভাজয়ামাস ॥ ১৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ললনা**—নারী; **অনুনয়**—জয় করতে; **অতি-বিশারদঃ**—অতি নিপুণ; **গ্রাম্য-বৈদগ্ধ্যয়া**—জড় বাসনা চরিতার্থ করতে অত্যন্ত পারদর্শী; **পরিভাষয়া**—সুন্দর বাক্যের দ্বারা; **তাম্**—তাঁকে; **বিবুধ-বধূম্**—দেবকন্যা; **বিবুধ-মতিঃ**—দেবতুল্য বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন আগ্নীধ্র; **অধিসভাজয়াম্ আস**—অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ আগ্নীধ্র, যাঁর বুদ্ধিমত্তা ছিল স্বর্গের দেবতাদের মতো, মনোহর বাক্যের দ্বারা স্ত্রীবশীকরণ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তিনি তাঁর কামোদ্দীপক বাক্যের দ্বারা দেবকন্যার প্রসন্নতা বিধান করে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু মহারাজ আগ্নীধ্র ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তাই প্রকৃতপক্ষে জড়সুখ ভোগের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না, কিন্তু যেহেতু বংশবৃদ্ধির জন্য তিনি পত্নী লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রহ্মা পূর্বচিত্তিকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাই তিনি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে মধুর বাক্যের দ্বারা তার মন হরণ করেছিলেন। পুরুষের প্রশংসা বাক্যে স্ত্রীলোকেরা আকৃষ্ট হয়। এই কলায় নিপুণ ব্যক্তিকে বলা হয় বিদগ্ধ।

শ্লোক ১৮

সা চ ততস্তস্য বীরযূথপতের্বুদ্ধিশীলরূপবয়ঃশ্রিয়ৌদার্যেণ পরাক্ষিপ্ত-মনাস্তেন সহাযুতাযুতপরিবৎসরোপলক্ষণং কালং জম্বূদ্বীপপতিনা ভৌমস্বর্গভোগান্ বুভুজে ॥ ১৮ ॥

সা—সেই রমণী; **চ**—ও; **ততঃ**—তারপর; **তস্য**—তাঁর; **বীর-যূথপতেঃ**—বীরশ্রেষ্ঠ; **বুদ্ধি**—বুদ্ধির দ্বারা; **শীল**—আচরণ; **রূপ**—সৌন্দর্য; **বয়ঃ**—বয়স; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্য; **ঔদার্যেণ**—এবং ঔদার্যের দ্বারা; **পরাক্ষিপ্ত**—আকৃষ্ট; **মনাঃ**—তাঁর মন; **তেন সহ**—তাঁর সঙ্গে; **অযুত**—দশ হাজার; **অযুত**—দশ হাজার; **পরিবৎসর**—বৎসর; **উপলক্ষণম্**—বিস্তৃত; **কালম্**—কাল; **জম্বূদ্বীপ-পতিনা**—জম্বুদ্বীপের রাজার সঙ্গে; **ভৌম**—পার্থিব; **স্বর্গ**—স্বর্গীয়; **ভোগান্**—সুখ; **বুভুজে**—ভোগ করেছিলেন।

অনুবাদ

জম্বুদ্বীপের অধিপতি বীরশ্রেষ্ঠ আগ্নীধ্রের বুদ্ধি, বিদ্যা, যৌবন, সৌন্দর্য, ব্যবহার, ঐশ্বর্য এবং ঔদার্যে আকৃষ্ট হয়ে, পূর্বচিত্তি বহু সহস্র বৎসর ধরে তাঁর সঙ্গে পার্থিব এবং স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার কৃপায় মহারাজ আগ্নীধ্র এবং দেবকন্যা পূর্বচিত্তির সংযোগ অত্যন্ত অনুকূল হয়েছিল। এইভাবে তাঁরা বহু সহস্র বৎসর ধরে পার্থিব এবং স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

তস্যামু হ বা আত্মজান্ স রাজবর আগ্নীধ্রো নাভিকিম্পুরুষহরিবর্ষেলাবৃত-রম্যকহিরণ্ময়কুরুভদ্রাশ্বকেতুমালসংজ্ঞান্নব পুত্রানজনয়ৎ ॥ ১৯ ॥

তস্যাম্—তাঁর গর্ভে; **উ হ বা**—নিশ্চিতভাবে; **আত্ম-জান্**—পুত্রদের; **সঃ**—তিনি; **রাজ-বরঃ**—রাজশ্রেষ্ঠ; **আগ্নীধ্রঃ**—আগ্নীধ্র; **নাভি**—নাভি; **কিং-পুরুষ**—কিম্পুরুষ; **হরি-বর্ষ**—হরিবর্ষ; **ইলাবৃত**—ইলাবৃত; **রম্যক**—রম্যক; **হিরণ্ময়**—হিরণ্ময়; **কুরু**—কুরু; **ভদ্রাশ্ব**—ভদ্রাশ্ব; **কেতু-মাল**—কেতুমাল; **সংজ্ঞান্**—নামক; **নব**—নয়টি; **পুত্রান্**—পুত্র; **অজনয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

সমস্ত রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির গর্ভে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল নামক নয়টি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ২০

সা সূত্বাথ সুতান্নবানুবৎসরং গৃহ এবাপহায় পূর্বচিত্তির্ভূয় এবাজং দেবমুপতস্থে ॥ ২০ ॥

সা—তিনি; **সূত্বা**—জন্মদান করার পর; **অথ**—তারপর; **সুতান্**—পুত্রদের; **নব**—নয়; **অনুবৎসরম্**—প্রতি বৎসর; **গৃহে**—গৃহে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অপহায়**—পরিত্যাগ করে; **পূর্বচিত্তিঃ**—পূর্বচিত্তি; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অজম্**—ব্রহ্মাকে; **দেবম্**—দেবতা; **উপতস্থে**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

পূর্বচিত্তি প্রতি বৎসর এক-একটি করে নয়টি পুত্র প্রসব করেছিলেন, কিন্তু তারা যখন বড় হয়েছিল, তখন তিনি তাদের গৃহে পরিত্যাগ করে, পুনরায় ব্রহ্মার উপাসনা করার জন্য তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাদের আদেশে, অপ্সরাদের পৃথিবীতে এসে কাউকে বিবাহ করে সন্তানের জন্মদান করার এবং তারপর স্বর্গলোকে ফিরে যাওয়ার বহু দৃষ্টান্ত

রয়েছে। যেমন, স্বর্গের অপ্সরা মেনকা বিশ্বামিত্র মুনির তপোভঙ্গ করার জন্য এসেছিলেন এবং শকুন্তলাকে জন্মদান করার পর, তিনি তাঁর শিশুকন্যা এবং পতিকে ত্যাগ করে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। পূর্বচিত্তি স্থায়িভাবে মহারাজ আগ্নীধ্রের সঙ্গে থাকেননি। তাঁর গৃহস্থ-আশ্রমে সহযোগিতা করার পর, তিনি মহারাজ আগ্নীধ্র এবং নয় পুত্রকে ত্যাগ করে ব্রহ্মার উপাসনা করার জন্য তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

আগ্নীধ্রসুতাস্তে মাতুরনুগ্রহাদৌৎপত্তিকেনৈব সংহননবলোপেতাঃ পিত্রা বিভক্তা আত্মতুল্যনামানি যথাভাগং জম্বূদ্বীপবর্ষাণি বুভুজুঃ ॥ ২১ ॥

আগ্নীধ্র-সুতাঃ—মহারাজ আগ্নীধ্রের পুত্রগণ; **তে**—তারা; **মাতুঃ**—মাতার; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার ফলে অথবা স্তন পান করার ফলে; **ঔৎপত্তিকেন**—স্বাভাবিক ভাবে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সংহনন**—সুগঠিত শরীর; **বল**—শক্তি; **উপেতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পিত্রা**—পিতার দ্বারা; **বিভক্তাঃ**—বিভক্ত; **আত্ম-তুল্য**—নিজের মতো; **নামানি**—নাম সমন্বিত; **যথা-ভাগম্**—যথাযথভাবে ভাগ করেছিলেন; **জম্বূদ্বীপ-বর্ষাণি**—জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন অংশ (সম্ভবত এশিয়া এবং ইউরোপ একত্রে); **বুভুজুঃ**—শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

পূর্বচিত্তির সেই নয়টি পুত্রই মাতার স্তন পান করে স্বাভাবিকভাবেই বলবান ও সুগঠিত শরীর লাভ করেছিলেন। তাঁদের পিতা তাঁদের প্রত্যেককে জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন অংশ শাসন করার দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। তাঁদের নাম অনুসারে তাঁদের রাজ্যগুলির নামকরণ হয়েছিল। এইভাবে আগ্নীধ্রের পুত্রগণ তাঁদের পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজ্য শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্যগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই শ্লোকে *মাতুঃ অনুগ্রহাৎ* শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে মাতার স্তন পান করে। ভারতবর্ষে চিরাচরিত প্রথা অনুসারে মানুষ বিশ্বাস করে যে, শিশু যদি অন্তত ছয় মাস মায়ের দুধ পান করে, তাহলে তার শরীর অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট হয়। আর তা ছাড়া এই শ্লোকে এও উল্লেখ করা

হয়েছে যে, আগ্নীধ্রের পুত্রদের প্রকৃতি তাঁদের মায়ের মতো ছিল। *ভগবদ্গীতায়ও* (১/৪০) ঘোষণা করা হয়েছে—*স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ*—স্ত্রীলোকেরা দূষিত হয়ে গেলে, *বর্ণসঙ্কর* উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অবাঞ্ছিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এবং তার ফলে সারা পৃথিবী নরকসদৃশ হয়ে যায়। তাই *মনুসংহিতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্ত্রীদের পবিত্রতা ও সতীত্বের জন্য যথেষ্ট সংরক্ষণের আবশ্যকতা হয়, এবং তাহলেই কেবল তাঁদের সন্তানেরা মানব-সমাজের কল্যাণ সাধনে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ২২

আগ্নীধ্রো রাজাতৃপ্তঃ কামানামপ্সরসমেবানুদিনমধিমন্যমানস্তস্যাঃ সলোকতাং শ্রুতিভিরবারুন্ধ যত্র পিতরো মাদয়ন্তে ॥ ২২ ॥

আগ্নীধ্রঃ—আগ্নীধ্র; **রাজা**—রাজা; **অতৃপ্তঃ**—অতৃপ্ত; **কামানাম্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে; **অপ্সরসম্**—অপ্সরা (পূর্বচিত্তি); **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনুদিনম্**—নিরন্তর; **অধি**—অত্যন্ত; **মন্যমানঃ**—চিন্তা করতেন; **তস্যাঃ**—তাঁর; **সলোকতাম্**—তাঁর লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **শ্রুতিভিঃ**—বেদের দ্বারা; **অবারুন্ধ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **যত্র**—যেখানে; **পিতরঃ**—পিতৃগণ; **মাদয়ন্তে**—আনন্দ ভোগ করেন।

অনুবাদ

পূর্বচিত্তির প্রস্থানের পর, রাজা আগ্নীধ্র তাঁর কামবাসনা তৃপ্ত না হওয়ায় সর্বক্ষণ তাঁর কথা চিন্তা করতেন। তাই, বেদোক্ত ফল অনুসারে তিনি তাঁর মৃত্যুর পর, সেই অপ্সরালোকই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই লোকে পিতৃগণও আনন্দ ভোগ করেন।

তাৎপর্য

কেউ যদি সর্বক্ষণ কোন কিছু সম্বন্ধে চিন্তা করে, তাহলে সে তার মৃত্যুর পর সেই প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। মহারাজ আগ্নীধ্র সর্বক্ষণ পিতৃলোকের কথা চিন্তা করতেন, যেখানে তাঁর পত্নী ফিরে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর তিনি সেই লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, হয়তো পুনরায় তাঁর সঙ্গে বাস করার জন্য। *ভগবদ্গীতাতে* বলা হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"যে ভাব স্মরণ করে জীব তার দেহ ত্যাগ করে, নিঃসন্দেহে সে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ৮/৬) আমরা স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমরা যদি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করি অথবা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করতে পারি, তাহলে আমরা গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হতে পারব, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করেন।

শ্লোক ২৩

সম্পরেতে পিতরি নব ভ্রাতরো মেরুদুহিতৃর্মেরুদেবীং প্রতিরূপা-মুগ্রদংষ্ট্রীং লতাং রম্যাং শ্যামাং নারীং ভদ্রাং দেববীতিমিতিসংজ্ঞা নবোদবহন্ ॥ ২৩ ॥

সম্পরেতে পিতরি—তাঁদের পিতার দেহত্যাগের পর; **নব**—নয়; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতা; **মেরু-দুহিতৃঃ**—মেরুর কন্যা; **মেরুদেবীম্**—মেরুদেবী; **প্রতিরূপাম্**—প্রতিরূপা; **উগ্রদংষ্ট্রীম্**—উগ্রদংষ্ট্রী; **লতাম্**—লতা; **রম্যাম্**—রম্যা; **শ্যামাম্**—শ্যামা; **নারীম্**—নারী; **ভদ্রাম্**—ভদ্রা; **দেববীতিম্**—দেববীতি; **ইতি**—এইপ্রকার; **সংজ্ঞাঃ**—নাম সমন্বিত; **নব**—নয়টি; **উদবহন্**—বিবাহ করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁদের পিতার পরলোক প্রাপ্তি হলে, নয়জন ভ্রাতা মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রী, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা এবং দেববীতি নামক মেরুর নয়টি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

ইতি 'মহারাজ আগ্নীধ্রের চরিত্রকথা' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।